২৪-১১-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন তোমাদের হৃদয়ে খুশীর সানাই ধ্বনিত হওয়া উচিত কারণ বাবা এসেছেন হাতে হাত দিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতে, এখন তোমাদের সুখের দিন এই এলো বলে"

প্রশ্নঃ- এখন বৃক্ষের নতুন চারা বা কলম লাগছে তাই কি সাবধানতা অবশ্যই রাখতে হবে ?

উত্তর :- নতুন বৃক্ষের সামনে অনেক ঝড় আসে। এমন ঝড় ওঠে যে সব ফুল ফল ইত্যাদি ঝরে পড়ে যায়। এখানেও তোমাদের নতুন বৃক্ষের যে কলম লাগছে সেগুলোকে মায়া প্রচন্ড জোরে নাড়া দেবে। অনেক ঝড় আসবে। মায়া সংশয় বুদ্ধি করে দেবে। বুদ্ধিতে বাবার স্মরণ না থাকলে নিস্তেজ হয়ে পড়বে, পতন হবে, তাই বাবা বলেন বাচ্চারা মায়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে মুখে মুহলরা (চুষি কাঠি) অর্থাৎ ব্যবসা ইত্যাদি করো কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এটাতেই হল পরিশ্রম ।

গান : - ওম্ নমঃ শিবায় .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা তোমাদের এই নিশ্চয় হয়ে গেছে যে বাবা এসে নতুন দুনিয়ার রচনা করেন - আমরা যে পতিত হয়েছি আমাদের পবিত্র করেন। এমন নয় যে সৃষ্টি নেই বাবা এসে রচনা করেন। বাবাকে আহবান করা হয় যে আমরা পতিত হয়েছি এসে পবিত্র করুন। দুনিয়া তো আছেই। বাকি পুরানোকে নতুন করেন। এই জ্ঞান মানুষদের জন্যে , পশুদের জন্যে নয়, কারণ মানুষ পড়াশোনা করে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করে। এখন যে দুঃখ প্রদানকারী সামগ্রী আছে -- দেহ , দেহের ধর্ম ইত্যাদি সবই । তো বাবা সেই দুঃখের সামগ্রী গুলি সুখময় করে দেন। তবেই তো বাবা বলেন আমি এসে দুঃখধামকে সুখধামে পরিণত করি, আমি-ই হলাম দুঃখ-হর্তা সুখ-কর্তা । এখন তোমাদের অন্তরে সানাই ধ্বনিত হওয়া উচিত যে আমাদের সুখের দিন সামনে আসছে। জানো যে বাবা কল্পের শেষে মিলিত হন, অন্য কারো জন্যে এইরকম বলা হয়না। ভগবান আসেন ভক্তদের সদগতি করতে। হাতে হাত দিয়ে নিজের সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। এমন নয় তোমাদের সুখধামে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে আসি। না, এই সময়ের পুরুষার্থ অনুযায়ী তোমরা নিজের প্রালব্ধ ভোগ করো। যে যত অন্যদের বোঝায় তাদের ততই ড্রামা পাকা হয়ে যায়। মানুষ কোনো ড্রামা দেখলে কিছু দিন সেই ড্রামা মনের মধ্যে পাকা হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের এই ড্রামা পাক্কা হয়ে যায় কারণ এ হল বেহদের ড্রামা। সত্যযুগ থেকে এই সময় পর্যন্ত ড্রামা বুদ্ধিতে আছে। সেন্টারে আসলে সাবধান করা হয়। সুতরাং এ কথা স্মরণে আসে। এখানেও বসে আছ তো স্মরণ আছে। সৃষ্টি হল বেহদের ড্রামা। কিন্তু সেকেন্ডের কাজ। বোঝান হয় চট করে বুদ্ধিতে এসে যায়। জানে যে কারা কারা এসে ধর্ম স্থাপন করেন। মূলবতনকে স্মরণ করা হল সেকেন্ডের কাজ। দ্বিতীয় নম্বরে হল সূক্ষ্মবতন। তো সেখানেও কোনো বড় কথা নয় কারণ সেখানে শুধু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে দেখানো হয়েছে। সেসবও চট করে বুদ্ধিতে এসে যায়। তারপরে হল স্থূলবতন। এতে চারটি যুগের চক্র আছে। এ হল বাবার রচনা , এমন নয় যে তোমরা শুধু স্বর্গকে স্মরণ কর। না, স্বর্গ থেকে কলিযুগের শেষ সময় পর্যন্ত তোমাদের বুদ্ধিতে যে জ্ঞান রহস্য আছে সেসব তোমাদের অন্যদের বোঝাতে হবে। এই বৃক্ষ ও সৃষ্টি চক্রের চিত্র সবার ঘরে থাকা উচিত। যে আসবে তাকে বসে বোঝানো উচিত। দয়ালু ও মহাদানী হতে হবে, একেই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন বলা হয়। এই সময়ে তোমরা ভবিষ্যতের জন্যে বিত্তবান হও।

বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা এখনও পর্যন্ত তোমরা যা কিছু পড়েছ ও শুনেছ সেই সব ভুলে যাও। মানুষ মরার সময়ে সবকিছু ভুলে যায় তাই না । তো এখানে তো তোমরা জীবিত অবস্থায় মরেছ। তাই বাবা বলেন আমি নতুন দুনিয়ার বিষয়ে যে কথা শোনাই সেসব স্মরণ করো। এখন আমরা অমর লোকে যাই ও অমরনাথের কাছে অমর কাহিনী শুনি। কেউ জিজ্ঞাসা করে মৃত্যুলোক কবে আরম্ভ হয় ? বলো , যখন রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয় । অমর লোক কবে শুরু হয় ? যখন রাম রাজ্য আরম্ভ হয়। ভক্তির সামগ্রী এমন বিস্তৃত আছে যেমন ভাবে বৃক্ষ বিস্তৃত আছে। এখন নতুন বৃক্ষের চারা বা কলম লাগানো হচ্ছে সুতরাং এমন গাছকে দেখো কত মায়ার ঝড়ের সম্মুখীন হতে হয়। যখন ঝড় আসে তখন বাগানে গিয়ে দেখ কত ফল ফুল ঝরে যায়। গাছে একটু রয়ে যায়। হাতিমতাই এর খেলা কিনা মুখে মুহলরা অর্থাৎ গোলক বিশেষ রাখা হত। যদি বুদ্ধিতে বাবার স্মৃতি আছে তবে মায়ার কোনো প্রভাব হয়না। বাবা একথা থোড়াই বলেন যে ব্যবসা ইত্যাদি কোরোনা। ব্যবসা ইত্যাদি করতে করতে বাবাকে স্মরণ করো -- এতেই পরিশ্রম আছে। রাজত্ব প্রাপ্তি কোনো কম কথা কি ! দেহের দুনিয়ার (হদের) রাজত্ব প্রাপ্ত করতে গেলেও পরিশ্রম করতে হয়। এটা তো হল সত্যযুগের রাজত্ব। পরিশ্রম তো নিশ্চয়ই করতে হবে। পরমাত্মাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়, জানী জাননহার (যিনি সবকিছু জানেন) নয় । জানী জাননহার অর্থাৎ থট রিডর , অর্থাৎ অন্তরকে যিনি জানেন। বাস্তবে এই প্রক্রিয়াটি হল একরকমের রিদ্ধি সিদ্ধি, তাতে প্রাপ্তি কিছুই নেই। যদি উল্টো ঝুলে যায় তাতেও প্রাপ্তি কিছু নেই। আজকাল তো আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে পার হয় । এক সন্ন্যাসী ছিলেন তিনি আগুনে হেঁটে পার হয়ে ছিলেন। শুনেছে দেবী সীতা আগুনের মধ্যে দিয়ে পার হয়েছিলেন তাই এরাও পার হয়। এখন এই সবই হল কথা কাহিনী। তারা বলে শাস্ত্র হল অনাদি। কবে থেকে ? সেসব তিথি তারিখ কিছু নেই। অন্য ধর্মের তারিখ আছে , যার দ্বারা হিসেব করে যায়। যেমন বলে ক্রাইস্ট এর ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিল। কিন্তু স্বর্গ কি, সে কেউ জানেনা। বৃক্ষের রহস্য তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা বর্ণনা করতে পারো যে এই বৃক্ষের ফাউন্ডেশন কবে লেগেছিল , তারপর কিভাবে বৃদ্ধি হল। যখন ফুলদানি তৈরি হয় তখন উপরে ফুলও তৈরি করা হয়। এখানেও সেইরকম। প্রথমে দেবী দেবতা ধর্মের কান্ড ছিল। পরে এইসব ধর্মের উৎপত্তি এই কান্ড থেকেই হয় অর্থাৎ তাদের প্রজা ফুলের রূপে দেখানো হয়েছে। এবারে বিচার করো প্রত্যেকটি ধর্ম যখন এসেছে তখন ফুলের বাগান ছিল। অবনমন কলা পরে আসে অর্থাৎ গোল্ডেন , সিলভার , কপার এখন আয়রন হয়েছে। পড়া তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। নলেজফুল বাবা বসে বৃক্ষ ও ড্রামার ফুল নলেজ দিচ্ছেন। এইজন্যই পরমাত্মাকে জ্ঞানের সাগর, বীজরূপ বলা হয়। এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ হলেন যিনি, তিনি উপরে থাকেন। আত্মাদের ইনকরপরিয়াল ওয়ার্ল্ড , যার নাম ব্রহ্মান্ড বা ব্রহ্মলোক। যেখানে আত্মারা ডিম্বাকারে বাস করে। সাক্ষাৎকারও হয় আত্মা বিন্দু স্বরূপ। যেমন জোনাকি একত্রে উড়লে জ্বলজ্বল করে , কিন্তু সেই আলো কম থাকে। সেরকম আত্মারাও একত্রে উড়বে। এই ক্ষুদ্র বিন্দুতে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ ড্রামার সাক্ষাৎকার করান। যে ড্রামার ভিতরে আত্মা এক্টর রূপে অবস্থিত এবং সেই এক্টর এই ড্রামার বিষয়ে কিছুই জানেনা। তোমাদের স্মরণ করতে হবে একমাত্র বাবাকে, দ্বিতীয় নলেজকে। জ্ঞান তো সেকেন্ডের খুব সাধারণ । কিন্তু জ্ঞান কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে , বিস্তার করতে হয় কারণ ভুলে যায়। মায়ার অনেক বিঘ্ন আসে। শারীরিক রোগ হয়। পূর্বে কখনও জ্বরও হয়নি, কিন্তু জ্ঞানে এসে জ্বর হবে তখনই মনে সংশয় উৎপন্ন হয় যে জ্ঞানে এসে তো বন্ধন শেষ হওয়া উচিত । কিন্তু বাবা তো বলে দেন এই রোগ ইত্যাদি আসবে হিসাব নিকাশ চোকাতে হবে অর্থাৎ মেটাতে হবে।

ভক্তিতে মানুষ নব রত্নের আংটি ধারণ করে। মাঝখানে দামী রত্ন লাগানো হয়। আশে পাশে কম দামী গুলি লাগানো হয়। কোনো রত্ন হাজার টাকার, কোনোটা ১০০ .... বাবা বলেন এ হল হীরে তুল্য অমূল্য জীবন। সুতরাং সূর্যবংশে জন্ম নেওয়া উচিত। সত্যযুগের মহারাজা, মহারানী এবং ত্রেতা যুগের শেষ সময়ের রাজা রানী স্বরূপের অনেক তফাৎ হবে। এই ড্রামার কাহিনী অন্যদেরও বোঝাতে হবে। আসুন আমরা আপনাদের বোঝাই যে ৫ হাজার বছর পূর্বে দেবতাদের একটি শ্রেষ্ঠ রাজত্ব ছিল। তাঁরা এই পদ লাভ করেছে কিভাবে ! লক্ষ্মী নারায়ণ যে সত্যযুগের রাজত্ব প্রাপ্ত করেন , তাঁদের ৮৪ জন্মের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি শোনাই। এমন ভাবে প্রলোভন দিয়ে তাদের ভিতরে নিয়ে আসা উচিত। এই হল সেকেন্ডের কাহিনী । কিন্তু পদম গুণ উঁচু। তোমরা যেকোনো স্থানে যেতে পারো। কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে, হসপিটালে গিয়ে বলো যে তোমাদের কত রকমের অসুখ বিসুখ হয়। আমরা তোমাদের এমন ওষুধ দেব যে তোমরা ২১ জন্মের জন্যে আর কখনও অসুস্থ হবেনা। তোমরা কি শুনেছ যে পরমাত্মা বলেন মন্মনাভব। তোমরা বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর কোনো নতুন বিকর্মও হবেনা। তোমরা এভারহেলদি , ওয়েলদি হয়ে যাবে। এসো আমরা পরমপিতা পরমাত্মার বায়োগ্রাফি শোনাই। পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলা কোনো বায়োগ্রাফি নয়। এইরকম ভাবে বোঝানো উচিত।

আচ্ছা -- আজ তো ভোগ আছে। গীত :-- পৃথিবীকে আকাশ ডাক দেয় ... একে বলা হয় পুরানো মিথ্যা দুনিয়া। একে রৌরব(অতি ভয়াবহ) নরক বলা হয়। গীতেও সুন্দর বলা হয়েছে যে আসতেই হবে , প্রেমের দুনিয়ায়। সুক্ষ্মবতনেও প্রেম আছে তাইনা। দেখো ধ্যানে (ট্রান্সে) খুবই আনন্দের সাথে যায়। সত্যযুগেও সুখ আছে , এখানে তো কিছু নেই। তাই এই দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য অনুভব হওয়া উচিত। সন্ন্যাসীদের হল হদের বৈরাগ্য। তোমাদের হল বেহদের বৈরাগ্য। তোমাদের তো সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ভুলতে হবে। বাবা মুম্বাইয়ে একটি পত্র লিখেছিলেন। বাবা শুধু মুম্বাই বাসীদের বলছেননা কিন্তু সব সেন্টার বাসীদের জন্যে পরামর্শ দিচ্ছেন। তোমাদের ভাষণ করতে হবে সকাল - সন্ধ্যায়। তো প্রতিটি শহরে বড় বড় হলঘর তো থাকেই এবং পরিচিত মিত্র বন্ধুও অনেক থাকে, সুতরাং এডভর্টাইস করতে হবে বা বিজ্ঞাপন দিতে হবে যে আমাদের পরম পিতা পরমাত্মার পরিচয় দিতে হবে যাতে সর্বজন পরমাত্মার কাছে নিজস্ব বার্থ রাইট অর্থাৎ জন্মের অধিকার প্রাপ্ত করতে পারে। আমাদের শুধু দেড় ঘন্টার জন্যে সকালে ও সন্ধ্যায় হলঘর প্রয়োজন । কোনো রকম হাঙ্গামা হবেনা, গান বাজনা হবেনা। কেউ যদি দেয় তাহলে আমরা ভাড়ায় নিতে পারি। এরিয়া দেখতে হবে , ঘরকেও দেখতে হবে যে ভালো আছে কিনা। ভালো লোক হলে ভালো জিজ্ঞাসুদেরকে আনবে। এমন ভাবে ৪-৫ টি জায়গায় ভাষণ করা উচিত। বড় শহরে যদি দোতলায় জায়গা না থাকে তবে তিনতলায় , সেটা নাহলে অগত্যা চারতলায় জায়গা নিতে হবে। তেমন ভাবেই গ্রামে গঞ্জেও করতে হবে। যেমনই গ্রাম হোক । ঘর ছোট হোক ক্ষতি নেই । পুরো বাড়ি তো চাই না। শুধুমাত্র তিন পা পৃথিবী চাই। সবাইকে নিজের পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলা উচিত কেউ তো দেবে। তো এইভাবেই সেন্টার খোলা উচিত। কেউ তো ভাড়াও নেবেনা। আর যদি কেউ ভাড়া নিতে নিতে জ্ঞানের কথা বুঝে যায় তবে সেও ভাড়া নেওয়া বন্ধ করে দেবে। যারা বিশাল বুদ্ধি হবে তারা ভালো করে বুঝে ধারণ করবে। যারা বিশালবুদ্ধি হয় , তাদের মহারথী বলা হয়। তারা তো এক একটি করে পর পর সেন্টার খুলতেই থাকবে। বাচ্চারা জানে আমরা শ্রীমতের আধারে নিজের রাজত্ব গুপ্ত রূপে স্থাপন করছি। আর কেউ জানতে পারেনা যে কিভাবে স্থাপনা হয় ? শুধু পবিত্র থাকতে

হবে। বাবা বলছেন মায়া দুঃখ দিয়েছে , মায়াকে ত্যাগ করো। মায়া জিত হয়ে জগৎ জিত হও। মনে কে জিতে নেওয়ার কথা নেই। মন তো শান্ত থাকে , শান্তিধামে থাকে। এখানে শরীর আছে তাই শান্ত থাকতে পারে না। সুতরাং শান্তিধাম হল পরম ধাম। এখানে বোঝানো হয় ফলে চিন্তন চলতে থাকে। সেখানে সেন্টারে আসে , কথা শোনে আর ব্যবসায় যুক্ত হলেই সবকিছু শেষ। এখানে টাটকা থাকে তাই বাচ্চারা এখানে রিফ্রেশ হতে আসে। দুনিয়ার মানুষের বুদ্ধি এই কথাটি থাকেনা যে ভারত হল পরমাত্মার জন্ম স্থল। এখানে শুনলে তোমাদের নেশা হয় যে আমরা এই শরীর ত্যাগ করে অমরলোকে ফিরে যাব। সত্যযুগে এইসব থাকবেনা যে অমুকের মৃত্যু হয়েছে। না, যখন পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করবে , নতুন ধারণ করবে তখন খুশী তো হবেই তাইনা। বাজনা বাজবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) এই বেহদের দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য রেখে এই দুনিয়াকে বুদ্ধি দ্বারা ভুলতে হবে। অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ধারণ করে ভবিষ্যতের জন্য বিত্তশালী হতে হবে।

২) নতুন দুনিয়ার জন্যে বাবা যে কথা শোনাচ্ছেন সেসব স্মরণে রাখতে হবে। বাকি যা কিছু পড়া আছে সেসব ভুলতে হবে, এইরূপ জীবিত অবস্থায় মরতে হবে।

বরদান :- একরস স্থিতির আসনে মন-বুদ্ধিকে বসিয়ে সত্য তপস্বী হও ।

ব্যাখা: তপস্বী সদা আসনধারী হয়, তারা কোনো না কোনো আসনে বিরাজিত হয়ে তপস্যা করে। তোমরা তপস্বী বাচ্চাদের আসন হল -- একরস স্থিতি, ফরিস্তা স্থিতি। এই সকল শ্রেষ্ঠ স্থিতির আসনে স্থিত হয়ে তপস্যা করো। যেমন স্থূল আসনে শরীর বিরাজিত থাকে তেমনই শ্রেষ্ঠ স্থিতির আসনে মন-বুদ্ধিকে বিরাজিত করো এবং যতক্ষণ চাও, যখন চাও --- আসনে বিরাজিত হও। এইসময়ে শ্রেষ্ঠ স্থিতির আসনধারীদের ভবিষ্যতের রাজ্যের সিংহাসন প্রাপ্ত হয়।

শ্লোগান - অন্যের বিচার নিজের বিচারের সঙ্গে একমত করে সকলকে সম্মান দেওয়াই হল মাননীয় হওয়ার সাধন ।